আজকের কাগজ
তারিখ 12 MAR 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সন্ত্রাস ও আমরা

হাসান শহীদ

> বস্তুতঃ একটি নতুন ব্যাচ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পা রাখলেই রাজনৈতিক মদদ–পুষ্ট বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে জোর প্রচেষ্টা চলতে থাকে কে কাকে দলে ভিড়াবে এ নিয়ে। কেউবা এসব প্ররোচণা থেকে নিজকে দূরে রাখতে পারে, অনেকে হয়ত পারে না। কারণ সীট সমস্যাসহ তাদের থাকে বহুবিধ সমস্যা। আবার অনেকের মন–মানসিকতা এ রকম যে অতিসহজেই তারা এ ধরনের প্ররোচণায় প্রলুব্ধ হয়। তবে এরা সকলেই যে সন্ত্রাসী হয়, এমন নয়। শুধু গুটি কয়েকই সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মূলতঃ সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও লালন ক্ষেত্র। এখানকার সার্বিক কর্মকান্ড একজন বিদ্যার্থীকে দেশ ও জাতির উপযুক্ত নেতা হিসেবে গড়ে তুলবে এটাই স্বাভাবিক। দেশের প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে যে অপরিসীম অবদান রেখে আসছে তা অনস্বীকার্য। ১৯২১ সালে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় এই অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলে কথিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা কেমন আছি? কি শিখছি?

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস'–আজ একটি সুপরিচিত শব্দ। যদি এ সন্ত্রাসের উৎস খোঁজা হয়, তবে দেখা যাবে তা নিতান্তই রাজনৈতিক। রাজনৈতিক মদদ–পুষ্ট এ সন্ত্রাস দেশ ও জাতির জন্যে এক মারাত্মক ভয়াবহতার সৃষ্টি করেছে। সন্ত্রাসীদের জিম্মী হয়ে দুর্বিসহ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আজ আমরা সবাই দিশেহারা। উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে বিবেকবান মানুষ হওয়ার স্বপ্নিল পদচারণা মুহূর্তে মুহূর্তে থমকে যাচ্ছে বন্দুক যুদ্ধের ভয়ে। যে উদ্দমতা নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল গোলা–বারুদের গন্ধে এখন তা প্রায় বিলীয়মান। শুধু ক্ষীণ আশাই নিত্যদিনের সামান্য প্রেরণা। সন্ত্রাসের কারণে অভিভাবকমহল ও সর্বসাধারণের নিন্দাবাদ থেকে আমরা কেউই রেহাই পাচ্ছি না। বিষয়টা এমন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হওয়া এদেশে সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটি অপরাধ। একজন উচ্চ শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচয় দিতে আমাদের এখন গর্ব না হয়ে অপমানবোধ হয়। সন্ত্রাসী এবং অসন্ত্রাসীদের মধ্যে বাইরের অবয়বে কোন পার্থক্য নেই বলে অনেকে আমাদের সবাইকেই সন্ত্রাসী ভেবে থাকেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত এমন ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা এখানে একশত জনের বেশি হবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ। এ সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর শতকরা একভাগেরও অনেক কম। মূলতঃ অল্প কয়েকজন সন্ত্রাসীর জন্যেই আমাদের জীবন বিপন্ন।

এক সুকঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে পদার্পন করে। এক কথায় বলা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ যারা পায়, তারা সবাই–ই মোটামুটি মেধাবী। কিন্তু মেধার বিকাশ ঘটানোর মত উপযুক্ত পরিবেশ আজ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। একজন ছাত্র সন্ত্রাসী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করে না, এখানে আসার পরই সন্ত্রাসী হয়ে উঠতে পারে নানা কারণে। বস্তুতঃ একটি নতুন ব্যাচ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পা রাখলেই রাজনৈতিক মদদ–পুষ্ট বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে জোর প্রচেষ্টা চলতে থাকে কে কাকে দলে ভিড়াবে এ নিয়ে। কেউবা এসব প্ররোচণা থেকে নিজকে দূরে রাখতে পারে, অনেকে হয়ত পারে না। কারণ সীট সমস্যাসহ তাদের থাকে বহুবিধ সমস্যা। আবার অনেকের মন–মানসিকতা এ রকম যে অতিসহজেই তারা এ ধরনের প্ররোচণায় প্রলুব্ধ হয়। তবে এরা সকলেই যে সন্ত্রাসী হয়, এমন নয়। শুধু গুটি কয়েকই সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। একজন সন্ত্রাসীকে সবাই ভয় পায়, অজানা পথে তার মাসিক খরচের অর্থ চলে আসে। ত্রাস সৃষ্টি করে দেশের বিভিন্ন অঙ্গন থেকে সে অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করতে পারে–এসবই একজন ছাত্রের সন্ত্রাসী হওয়ার প্রেরণা যোগায়। এর সঙ্গে বাইরের রাজনৈতিক প্রভাব তো আছেই।

দীর্ঘদিন ধরেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা চলে আসছে। সন্ত্রাসী বুলেট রক্ত ঝরিয়েছে অনেক। চিরতরে নিভে গেছে অনেক বিকাশোন্মুখ প্রতিভার জীবন প্রদীপ। কিন্তু সংকটের কোন স্থায়ী সমাধান মিলেনি। সমস্যাটা রাজনৈতিক প্রভাবে আবর্তিত বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখানে অনেকটা অপারগ। রাজনৈতিক সূত্র ধরে সমাধান করতে ব্যর্থ হয়ে কর্তৃপক্ষের বার বার 'হলত্যাগ' নির্দেশ একদিকে আমাদের ভোগান্তি বাড়িয়েছে, অন্যদিকে সন্ত্রাসীদের যোগিয়েছে প্রেরণা।

দেশ ও জাতির সার্বিক প্রয়োজনেই আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস নিরসনের একান্ত প্রয়োজন। অথচ এ ব্যাপারে অগ্রগতি একদম নেই বললেই চলে। সন্ত্রাস নির্মূলের কিছু সমাধান বিভিন্ন নেতা–নেত্রীদের মুখের বুলিতে খুঁজে পাওয়া গেলেও তার কোনো বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায় না। এক রাজনৈতিক দল অন্য রাজনৈতিক দলকে সন্ত্রাসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে পরস্পর বিরোধী বিবৃতি দেয়ার ফলে সংকট আরো ঘনীভূত হয়। সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপারটি ঘটে তখন, যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীর মুখে বলতে শোনা যায় 'আমার দলে কোনো সন্ত্রাসী' নেই। এ ধরনের বিবৃতি সর্ব–সাধারণকে বোকা বানানোর একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা বৈ কিছু নয়। এরকম বিবৃতি দিয়ে কৌতুকের সৃষ্টি না করে রাজনৈতিক দলগুলোকে বরং সহনশীল ও আন্তরিক হওয়া উচিত। সব মহলের সহযোগিতাও এক্ষেত্রে একান্ত কাম্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজুক পরিস্থিতি ও এর সংকট উত্তরণ প্রসঙ্গে দেশের খুব কম লোকই ভাবেন। অথচ অনেকের মুখেই বলতে শোনা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে [illegible] দেয়া হোক। আবার কেউবা একে অনাবাসিক করার এবং অন্য কেউ এসিডে পোড়ানোর পক্ষপাতী। এ ধরনের মন্তব্যগুলো যে একেবারেই গঠনমূলক নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকের তীব্র ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। হলগুলোতে ভীতি ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তাই কখনও কোনো সীট খালি থাকতে দেখা যায় না। অনেক সীটে ডাবলিং, ট্রিপলিং করেও আমাদের বাস করতে হয়। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর ছাত্ররা যখন হলে নিজের নামে বরাদ্দ সীট পায়, তখন আনন্দের সীমা থাকে না। স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে মুহূর্তেই। ডাইনিং–এর ডালে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েও তাই আমরা হল ছাড়তে চায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই যে শুধু সংকটের আবর্তে নিপতিত হয়, তা নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ১০টি অনুষদ, ৩৬টি বিভাগ ও ৭টি ইন্সটিটিউট। এছাড়াও রয়েছে ১৩টি কনস্টিটিউয়েন্ট কলেজ এবং ১৯০টি অধিভুক্ত কলেজ। এখানকার শিক্ষা কার্যক্রমে কোনো সংকট সৃষ্টি হলে তা প্রায় সমস্ত দেশকেই প্রভাবিত করে। দেশের শিক্ষা কার্যক্রম তখন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এখানের সন্ত্রাসী ঘটনা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষমতা দখলের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা তাই কোনো অবস্থাতেই ঠিক নয়। সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই মনে রাখা উচিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার একটি পবিত্র অঙ্গন। এ অঙ্গনকে রাজনৈতিক জুয়াখেলার চালে ধ্বংস করা জাতির জন্যে এক বিরাট হুমকি স্বরূপ। দেশ ও জাতির স্বার্থেই এখানকার সংকট নিরসনের একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে সকল মহলকে আন্তরিকতার সূত্র ধরে এগিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে মতবিরোধ ভুলে একযোগে কাজ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহলকে হতে হবে রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ অথবা নিষ্ক্রিয়।

হাসান শহীদ ঃ লেখক, শিক্ষার্থী ফলিত পদার্থ ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।